যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

ভালোবাসার বিষয়টিই পেশা হিসাবে বেছে নিন

পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। এ-কথা আমাদের সকলের জানা। তবে অনেক সময় আমরা আমাদের কেরিয়ারের শুরুতে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। ঠিকমতো সময়ে নির্দিষ্ট কাজ আমরা বুঝে করতে পারি না। কোনও সময়ে আমরা পয়সার পিছনে ছুটি কিছু না বুঝেই। এই নিয়ে মনের মধ্যে চলতে থাকে সীমাহীন দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব থেকে আমাদের মধ্যে আরও হতাশাগ্রস্ত মনোভাব গড়ে ওঠে। এই ধরনের অবস্থা থেকে শুরু হয় নানান ধরনের সমস্যা। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারলে আমরা সঠিক কেরিয়ার বেছে নেওয়ার পরিবর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

কেরিয়ারের শুরুতে মনে রাখতে হবে কাজ শুধু পয়সার জন্য করব একথা ঠিক নয়, যে কাজ করব তার মধ্যে ভালোবাসা থাকা দরকার। ভালোবাসা থাকলেই সেই কাজটিতে আমরা নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারব এবং সেই কাজে আমাদের সাফল্য আসবে।

তাই তাৎক্ষণিক সাফল্যের দিকে না তাকিয়ে পরিশ্রম করে যাওয়া জরুরি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাফল্য কিন্তু কোথাও থেমে থাকে না। একটা লক্ষ্যে পৌঁছনোর পর আমাদের পরের লক্ষ্য ঠিক রাখা উচিত। না হলে এই প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের পিছিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

সেইসঙ্গে নিজের কাজের প্রতি নিজের সৎ হওয়া জরুরি। যে কোনও মানুষের সৎ মনোভাব কর্তৃপক্ষের কাছে একটি বড় বিষয়। এতে নিজের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাসও বাড়তে থাকে। আত্মবিশ্বাস তখনই বাড়বে যখন আপনি ভালো কাজ করবেন। ভালো কাজের দ্বারা আপনি প্রশংসিত হবেন। আর সেই প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য জীবনে সেই পেশাটিকেই বেছে নেওয়া উচিত যে-বিষয়টিকে আপনি ভালোবাসেন।

যে কাজ মানুষ ভালোবেসে করে তাতে সফলতা শীঘ্র লাভ করা যায়। শুধুই টাকা রোজগার করব— এই মনোভাব নিয়ে কাজের পরিবেশে প্রবেশ করলে একটা সময় কাজটিই আপনার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠবে। অফিসে কাজ করতে গিয়ে ধৈর্য একটি বড় বিষয়। কোনও বিষয় চটজলদি হয়ে যাবে এমন কোনও কথা নেই। তাই যে কোনও বিষয়ের জন্য ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। সেটিও আপনার কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে আপনার কাছে একটি বড় পথ।

তবে সারাক্ষণ যদি সফলতা আসবে এই ভেবে কেউ কেরিয়ারের জন্য অগ্রসর হয়ে থাকে সেটা ভুল। সাফল্য আসবে তার নিজস্ব পথে। আপনাকে খালি কাজটি করে যেতে হবে। পরিশ্রম, নিজের কাজের প্রতি একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস থাকলে সফলতা আপনার জীবনে আসতে বাধ্য। হয়তো আপনার কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসতে দেরি হতে পারে, কিন্তু আসবেই একথা বলা যায়, এমন মত বিশেষজ্ঞদের।

একজন মানুষের কেরিয়ারের উন্নতির জন্য বাড়ির পরিবেশও অনেকটা নির্ভর করে। যেমন যে কেরিয়ার আপনি বেছেছেন সেটি সম্পর্কে আপনাকে আপনার পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনাকে বোঝাতে হবে যে এই কেরিয়ারটি আপনি কেন বেছেছেন। আপনার ভালোবাসা এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে সেটি আপনাকে তাঁদের জানাতে হবে। মনে রাখবেন, পরিবারের মানুষগুলি আপনার পাশে থাকলে আপনার কেরিয়ার গড়ার লক্ষ্যটি অনেকখানি সফলতা লাভ করবে। আপনি যদি কোনও কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, সেক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি থেকে আপনাকে আপনার মূল লক্ষ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আনার জন্য আপনার পরিবারও আপনার পাশে থাকবে।

চাকরি পাওয়ার পরও ভেবে-চিন্তে পা ফেলুন

কাজ আমাদের জীবনে খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়— একথা অনস্বীকার্য। ইন্টারভিউ দেওয়ার পর সকলেই অপেক্ষায় থাকি কখন সেই প্রতীক্ষিত ডাকটি আসবে। অপেক্ষার পর ধরুন সেই বিশেষ মুহূর্তটি এল। যখন আপনি জানতে পারলেন আপনার চাকরিটি হয়ে গেছে। আনন্দ তো হবেই। তবে চাকরি পাওয়ার আনন্দে গা ভাসিয়ে দিলেই কিন্তু চলবে না। কারণ চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার আগে আপনাকে কিছু বিষয় অবশ্যই ভাবতে হবে। আবেগের বশে কোনও কাজ করাই যুক্তিযুক্ত নয়।

চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে কিছু বিষয় অবশ্যই আপনার কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া উচিত বা আপনার উক্ত অফিসের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে আপনার জানা উচিত।

অফিসের ওয়ার্ক কালচার কীরকম সেই সম্পর্কে জানা উচিত। মনে হতে পারে আপনি সব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারেন। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে সেটি না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে ওই অফিসে যদি আপনার কোনও বন্ধুবান্ধব থাকে, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হতে পারে। সেই সঙ্গে ওই অফিসের সঙ্গে আপনার মানসিকতা মিলছে কিনা অর্থাৎ আপনি ওই অফিসে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে পারবেন কিনা সেই বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার।

কাজটি আপনি আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু কাজের ধরন-ধারণ সম্পর্কে আপনি আপনার কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করে নেওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কারণ কাজটি শুরু করবেন আপনি, তাই আপনার জানার অধিকার থাকতেই পারে। অনেক সময়ে এক ধরনের কথা বলে নিয়োগ করা হয়, পরে অন্য ধরনের কাজ আপনার উপর ন্যস্ত করলে সব থেকে সমস্যায় আপনি পড়বেন। তাই জেনে-বুঝে পা ফেলা উচিত।

সেইসঙ্গে আপনি যদি একজন মহিলা হন, তাহলে অবশ্যই নিরাপত্তার দিকটি আগে প্রাধান্য পাবে। অফিসের সময় সম্পর্কে জেনে নেওয়া উচিত। হতেই পারে কোনও দিন নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে একটু দেরিতে আপনার কাজ শেষ হল।

এরপর দু'য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৩৮৮০ গ্রুপ-সি কর্মী নিয়োগ
- শিপিং কর্পোরেশনে ৫০ অফিসার নিয়োগ
- হাইকোর্টে ৯৫ ক্লার্ক
- টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী
- এয়ারফোর্সে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে নিয়োগ
- ভুবনেশ্বর এইমসে বিভিন্ন পদে ১০১১ নিয়োগ
- সেনাবাহিনীতে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার নিয়োগ
- ৪০ জন ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ করবে এনএইচএআই
- হরিয়ানা পরিবহণ দফতরে ১০৬৯ ড্রাইভার, কন্ডাক্টর নিয়োগ
- রূপকলা কেন্দ্রে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স
- প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি
- নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স
- সিমেন্ট টেকনোলজির পিজি ডিপ্লোমা কোর্স

চারের পাতায়

পেশা যখন **বায়োসায়েন্স টেকনোলজিস্ট**

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

শিশু সুরক্ষাকেও পেশা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে

শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বেই কত শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে তার খবর আমাদের কাছে অজানা। কিছু খবর আমরা মিডিয়ার মারফত জানতে পারি। বাকি সবটাই অন্ধকারে থাকে। পুলিশে নিখোঁজ ডায়েরি হলেও অনেক সময় এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া শিশুদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। নিখোঁজ তালিকাতেই তাদের নাম থেকে যায়।

এর পিছনে অর্থনৈতিক কারণ একটি বড় সমস্যা। অনেক শিশুদেরই ভালো খাবার ও কাজের লোভ দেখিয়ে পাচার করে দেওয়া হয়। পরে ওই সমস্ত শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিতে কাজে লাগানোর পাশাপাশি যৌনকর্মী হিসাবে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। কোনও বাড়ির পরিচারক বা চায়ের দোকানের কর্মী বা ইটভাটায়ও এই সমস্ত শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হয়ে থাকে। ফলে বাড়ছে ছোট বয়স থেকেই মাদকাসক্ত ও অপরাধমনস্ক হয়ে ওঠার প্রবণতা।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে প্রতি আট মিনিটে একটি শিশু অপহৃত হয়। সম্প্রতি কলকাতায় হয়ে যাওয়া শিশু পাচারের ঘটনাটি চোখের সামনে আসতেই এই বিষয়টি আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিশু সুরক্ষা আইন অনুযায়ী, ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ রোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যৌন সুরক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুকে একটি সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ দেওয়া সমাজের দায়িত্ব। তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকলে এই দায়িত্বকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারেন। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় এই ধরনের কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। চাইল্ড প্রোটেকশনের স্নাতক স্তরের ভোকেশনাল ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারেন টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেসের পূর্বাঞ্চলীয় ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল চেঞ্জ-এ। এই কোর্সে ভর্তি হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকের পর আবেদন করলে চলবে।

কী কোর্স, কারা আবেদন করতে পারবেন: চাইল্ড প্রোটেকশনের ভোকেশনাল ডিগ্রি কোর্স। পড়ায় টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেসের পূর্বাঞ্চলীয় ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল চেঞ্জ। এটি ইউজিসি স্বীকৃত কর্মমুখী কোর্স। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলে আবেদন করা যাবে। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। পড়ার খরচ বছরে ১৫,০০০ টাকা (বিপিএল শ্রেণিভুক্তদের ক্ষেত্রে বছরে ৭৫০০ টাকা)। কিস্তিতে টাকা দেওয়ার সুযোগ আছে। এখনই ভর্তির জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন। কোর্সটিতে শিশুশিক্ষা, শিশুবিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, শিশুর অধিকার, আইন, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শিশুর সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় ইত্যাদি শেখানো হয়। শিক্ষার্থীদের যোগ দিতে হয় ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং নিয়মিত ফিল্ডওয়ার্ক-এ।

কোর্স-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে www.sve.tiss.edu ওয়েবসাইটটি দেখুন।

কাজের সুযোগ

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ইউজিসি'র নিজস্ব বিভিন্ন প্রকল্প চলে সেখানে কাজের সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলিতে কর্পোরেট সংস্থার সি এস আর বিভাগে চাহিদা রয়েছে প্রশিক্ষিত কর্মীর। বি ভোক কোর্স করার পরে সরকারি চাকরির পরীক্ষা আর উচ্চশিক্ষার পথও খোলা থাকে। সেইসঙ্গে রয়েছে স্কুলে চাকরির সুযোগ। চাইল্ড প্রোটেকশন, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সরকারি যেসব প্রকল্প আছে সেখানেও কাজের সুযোগ রয়েছে।

এছাড়াও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল চেঞ্জ-এ, এই ঠিকানায়: ডি ডি-১৮/৪/১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪। ফোন: (০৩৩) ২৩৩৭৬৬৯৫, ৭০৪৪০৬৩৮৯১, ৯৮০৪৪১৮০২৫।

সুখরঞ্জন মাইতি

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● সুফল বাংলার বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরিয়া মুক্ত মুড়ি, মোয়া, নাড়ু, আচার ইত্যাদি বিক্রি করার সুযোগ আছে কিনা সেই ব্যাপারে আমি জানতে আগ্রহী। এই বিষয়ে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

নিধি সামন্ত, হাওড়া

প্রথমে আপনাকে সুফল বাংলা প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এজন্য একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে। ফর্মে আপনার ব্লক বা পঞ্চায়েতের কোনও জনপ্রতিনিধির সিলমোহরের ছাপ থাকতে হবে। আবেদনের ফর্ম সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.sufalbangla.in

পাসপোর্ট মাপের একটা ফোটো ও ভোটার পরিচয়পত্রের একটি জেরক্স কপিসহ জমা দেবেন এই ঠিকানায়: সুফল বাংলা প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, তৃতীয় তল, উত্তরাপণ, কলকাতা-৫৪। তথ্যের জন্য বেলা ১২টা থেকে ৩টের মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে: ৯৪৩৩৩-৯৫০১২, ৯৫৬৩৩-১১১৯৫।

● হস্তশিল্পী হিসাবে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের হস্তশিল্প মেলাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে চাই। এর জন্য সচিত্র পরিচয় পত্রের দরকার। কীভাবে সেই পরিচয়পত্র পাওয়া যাবে জানালে ভালো হয়।

প্রশান্ত দত্ত, বারাসাত

আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপার্ট কাউন্সিলে যোগাযোগ করতে পারেন। কাউন্সিলের ওয়েবসাইট থেকে সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য আবেদনের ফর্ম সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দিতে হবে কাউন্সিলের অফিসে। ঠিকানা: ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটি, ২, চার্চ লেন, রুম নম্বর-৪০১, পঞ্চম তল, কলকাতা-১। ফোন: (০৩৩) ২২৪৩-৯১৮৮। ওয়েবসাইট: www.wbseps.com

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আপনার জেলার শিল্পকেন্দ্রও। ঠিকানা: ডি আর ডি এ বিল্ডিং, পোস্ট অফিস বালুরঘাট, ফোন: (০৩৫২২) ২২৫৯৭৫।

● কোনও মেশিনের ব্যবহার না করে ছোট আকারে প্রাকৃতিক উপায়ে রুম ফ্রেশনার তৈরি করতে চাই। যদি এই ধরনের কাজ করা সম্ভব হয়, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

দীপক কর্মকার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ছোট আকারে তৈরি করতে চাইলে মেশিনপত্র ছাড়াও তৈরি করতে পারেন। উপকরণের ওপরে নির্ভর করছে উৎপাদনের পদ্ধতি। রুম ফ্রেশনার তৈরির জন্য প্যাকেজিংয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণত স্প্রেয়ার ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে। স্বনিযুক্তি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতি ঘরোয়াভাবে রুম ফ্রেশনার তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়: নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২

● ডাই সাবলিমেশন মেশিনের সাহায্যে কাপ, ফুলদানি, অ্যাশ ট্রে ইত্যাদির গায়ে, ব্যক্তির নাম, ছবি, সংস্থার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি ছাপানোর ব্যবসা করতে চাই। এই মেশিনের দাম কেমন ও কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে জানতে আগ্রহী।

রাজাময় ঘোষ, আমতলা

মোটরসহ বড় আকারের মেশিনের দাম কমবেশি ৮৫ হাজার টাকা। ছোট আকারের মেশিনের দাম ৪০-৪৫ হাজার টাকা। ক্যানিং স্ট্রিট (কলকাতা-১) ও গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউয়ের (কলকাতা-১৩) মেশিনপত্র বিক্রির দোকানগুলিতে এই মেশিন কিনতে পাবেন।

চাকরি পাওয়ার পরও ভেবে চিন্তে-পা ফেলুন

প্রথম পাতার পর

সেক্ষেত্রে আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অফিস নেবে কিনা সেটা আপনার জানা উচিত। না হলে সেটি ভেবে কাজে নিয়োগের শর্ত পূরণ করবেন।

নতুন চাকরিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন তার আগে জেনে নিন সেই কোম্পানির কাছ থেকে আপনি কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। যেমন উক্ত কোম্পানি আপনাকে কোনও স্বাস্থ্য বিমা দেবে কিনা, ছুটির সংখ্যা কত, অসুস্থতার কারণে কত দিন ছুটি পেতে পারেন, সেই সময় বেতন দেওয়া হবে কিনা, অফিসের কারণে আপনাকে কোথাও ভ্রমণ করতে হলে সেখানে আপনাকে ভ্রমণ-সংক্রান্ত টাকা-পয়সা দেওয়া হবে কিনা এই সমস্ত জেনে নেওয়া আপনার কর্তব্য। সেই সঙ্গে চাকরিতে যোগদানের আগে আপনার উন্নতির বিষয়টিও জানা প্রাসঙ্গিক। যেমন পদোন্নতির সুযোগ সুবিধে, প্রোফেশনাল ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এই সমস্ত বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন। এছাড়া কাজের জন্য ইনক্রিমেন্ট আছে কিনা। থাকলেই-বা সেটি কত বছর অন্তর হয় সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।

অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনার কাছে এই রকম একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়, যেখানে আপনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় যে আপনি কোম্পানির বিষয় কিছু জানতে আগ্রহী কিনা। সেখানে আপনি আপনার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষও বুঝবেন যে আপনি কোম্পানিটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, আপনার কাজের ইচ্ছে আছে।

কাজটি আপনি করবেন তাই আপনার জানতে চাওয়া ও জেনে-বুঝে পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কারণ আপনার কী করলে ভালো হবে, সেটি আপনি বুঝতে পারবেন, সেই বুঝে আপনি ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবেন, যাতে আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে পরে আফশোস করতে না হয়।

কেরিয়ার তথ্য

● ইউপিএসসি: 'সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস'-এর ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হয় তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে থাকে ৪৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রথম পত্রে থাকে জেনারেল এবিলিটি এবং ইন্টেলিজেন্স-সংক্রান্ত প্রশ্ন। ২৫০ নম্বরের অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হয়। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয় পত্রে থাকে জেনারেল স্টাডিজ, এসে রাইটিং এবং কম্প্রিহেনশন। বিষয়ভিত্তিক এই পত্রের জন্য বরাদ্দ নম্বর ২০০। সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পর্যায়ে থাকে: (১) ১০০ মিটার দৌড় (সময়সীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ সেকেন্ড এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮ সেকেন্ড)। (২) ৮০০ মিটার দৌড়ে (সময়সীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড)। (৩) লং জাম্প: পুরুষদের ৩.৫ মিটার এবং মহিলাদের ৩ মিটার (সর্বাধিক ৩টি সুযোগ)। (৪) শুধুমাত্র পুরুষদের ৭.২৬ কেজি ওজনের শটপাট ছুড়তে হবে ৪.৫ মিটার দূরত্বে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে থাকে মোট ১৫০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। ওয়েবসাইট: www.upsc.gov.in

● ব্যাংক: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক নোট মুদ্রণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কম্যান গ্রেড-ওয়ান (ট্রেনি) পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিম্নলিখিত যে কোনও একটি শাখায় মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ (তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ ডিপ্লোমা। শাখাগুলি হল: প্রিন্টিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, টুল অ্যান্ড ডাই, ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। সেই সঙ্গে প্রোডাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ট্রেডে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ (তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ আই টি আই বা ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। ট্রেডগুলি হল: লেটার প্রেস, অফসেট, প্লেট মেকিং, গ্রাফিক আর্টস, রিটাচার, টুল অ্যান্ড ডাই মেকার, মেকানিক মেশিন টুল মেইন্টেন্যান্স, মেশিনিস্ট, মেশিনিস্ট গ্রাইন্ডার, টার্নার, ফিটার, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল। সেই সঙ্গে প্রোডাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। ওয়েবসাইট: www.brbnmpl.co.in

● কোর্স, ট্রেনিং: ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার ট্রেনিং স্কুলে এক বছরের ওরিয়েন্টেশন কোর্স ফর ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটস অ্যান্ড সায়েন্স পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটস কোর্সে ভর্তির বায়ো ইনফরমেটিক্স প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা, গেট পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ১০০টি। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দেশের ৪০টিরও বেশি শহরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। ওয়েবসাইট: www.barconlineexam.in

● অন্যান্য চাকরি: ভারতীয় নৌবাহিনীতে টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই হবে সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের দুই পর্যায়ের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফলরা দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার ডাক পাবেন। সবশেষে মেডিক্যাল এগজামিনেশন। ওয়েবসাইট: www.joinindiannavy.gov.in

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

ব্যবসায় কেরিয়ার

রঙিন মাছের ব্যবসা করে স্বনির্ভর হোন

ছোট ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। বর্তমানে এখন আমাদের সামনে অনেক সুযোগ তৈরিও হচ্ছে। ফলে অনেক কিছুই আমরা এখন জানতে পারি। সেইভাবে চৌবাচ্চায় রঙিন মাছের প্রজনন ঘটিয়ে সেটি বিক্রিও এখন একটি লাভজনক ব্যবসা হতে পারে। সমীক্ষা অনুযায়ী, রঙিন মাছের চাহিদা বেড়েছে। এই ব্যবসায় সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে কম পুঁজিতে এই লাভজনক ব্যবসা করা যায়।

গাপ্পি মাছ দিয়ে এই ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। কারণ এই মাছগুলি প্রচণ্ড কষ্টসহিষ্ণু হয়। ছোট জায়গাতেই দীর্ঘ কয়েকমাস বেঁচে থাকতে পারে এরা। তবে বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এই মাছ সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত বিভিন্ন দেশে মশা ধ্বংস করার কাজে এই গাপ্পিক মাছগুলিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ এরা মশার লার্ভা, পিউপা খেয়ে সমাজের উপকার করে থাকে। ফলে এই মাছ রফতানির যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ব্যবসা শুরু করা যাবে কীভাবে: প্রথমে ১০ ফুট/৫ ফুট মাপের তিনটি চৌবাচ্চা করতে হবে। দুটি চৌবাচ্চায় একটিতে পুরুষ মাছ, দ্বিতীয় স্ত্রী-মাছ এবং অপরটিতে গাপ্পি মাছের বাচ্চা থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই চৌবাচ্চায় জলের পি এইচ হতে হবে ৭.৫। পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে প্রজননের সময় ছাড়া আলাদা রাখতে হবে। স্ত্রী ও পুরুষ মাছের অনুপাত হবে ৫:১। ১০ ফুট/৫ ফুট চৌবাচ্চার একটিতে অনুপাত হবে ৫: ১। ১০ ফুট/৫ ফুট চৌবাচ্চার একটিতে ২৫০টি স্ত্রী-মাছ, অন্যটিতে ৫০টি পুরুষ মাছ থাকবে। চৌবাচ্চার জল পরিষ্কার রাখার জন্য ফিল্টার মেশিন ও মাছেদের জন্য অক্সিজেন মেশিন দিতে হবে। মাছের বডিওয়েটের ৫ শতাংশ খাবার দিতে হবে। পুকুর থেকে প্ল্যাঙ্কটন অর্থাৎ প্রাণিকলা ছেঁকে মাছকে দিতে হবে। শুকনো খাবার ছাড়াও মাছকে টিউবিফেক্স ও ডাফনিয়া খাওয়াতে হবে।

মূলধন: ৩টি চৌবাচ্চা তৈরির জন্য কমপক্ষে ১২০০০ টাকা, ফিল্টার মেশিন ৩০০ টাকা, অক্সিজেন মেশিন ২০০ টাকা। মোট ১২,৫০০ টাকা। প্রজননসক্ষম গাপ্পি মাছ (২৫০+৫০) X ১০ টাকা প্রতিটির দাম হিসেবে=৩০০০ টাকা।

চলতি মূলধন হিসাবে কেবল মাছের খাদ্যের জন্য ব্যয় হবে। ৩০ টাকা প্রতিদিন হিসেবে মাসে ৩০ X ৩০ = ৯০০ টাকা। মাছ ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিবহণ = ২০০০ টাকা। মোট চলতি মূলধন ২৯০০ টাকা।

আয়: প্রতি স্ত্রী-মাছ থেকে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৩০টি বাচ্চা পাওয়া যাবে। ২৫০টি মাছ X ৩০ = ৭৫০০টি বাচ্চা পাওয়া যাবে। সর্বাধিক ৫০ শতাংশ মাছের মৃত্যু হবে ধরে নিলে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ মাছের হবে ধরে নিলে, সর্বনিম্ন ৩৭৫০টি মাছ পাওয়া যাবে। এক মাসেই বিক্রয় করলে প্রতিটি মাছ সর্বনিম্ন ৩ টাকা দরে বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ ৩৭৫০টি মাছ X ৩টি দরে = ১১২৫০ টাকা আয় হবে। লাভ হবে (১১২৫০ টাকা-২৯০০ টাকা) = ৮৩৫০ টাকা। প্রতি মাসে।

সতর্কতা অবলম্বন: প্রতি সপ্তাহে এক-তৃতীয়াংশ জল পরিবর্তন করতে হবে। অতিরিক্ত বা কম খাদ্য চলবে না। সপ্তাহে অন্তত ২দিন মাছকে জীবন্ত খাবার দিতে হবে। বাচ্চা প্রসব করার পর জলে কিছুটা খাবার লবণ দিতে হবে। এতে বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

পড়াশোনা থেকে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ভালো ব্যাপার হল পড়াশোনা সাঙ্গ করেই তাঁরা নিজের প্রোফেশনে ঢুকে যেতে পারেন। কবে চাকরি পাব সে অপেক্ষার প্রহর তাঁদের গুনতে হয় না। কিন্তু এই প্রহরটা জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগকেই অধিকাংশ সময় গুণতে হয়।

পড়াশোনা শেষ করে কোনও চাকরি পাওয়ার আগের সময়টা তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়, সময় যেন কাটতেই চায় না। একদিকে নিজের বেকার বসে থাকার যন্ত্রণা। বাড়িতে বাবা-মার প্রেশার, শুভাকাঙ্ক্ষীদের মতামত কেন অন্য কোনও লাইন বেছে নেওয়া হয়নি। অমুক এই বিষয়ে পড়াশোনা করে একদিনও বসে না থেকে চাকরি পেয়ে গেল। তার কথা, তার মাসিক বেতন— এসব তো কান ঝালাপালা করতে আছেই। তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেয় কারওর না কারওর চাকরি পাওয়ার খবর।

পকেটে টান আর নানারকম দুশ্চিন্তা। একটা করে পরীক্ষা দেওয়া আর ভাবতে থাকা কী হতে পারে। ফলাফল বিপরীত হলে মন ভাঙার যন্ত্রণা, হতাশা। মন বেঁধে আবার নতুন করে কাজে লেগে পড়া বা চেষ্টা শুরু করাটা কিন্তু সব সময় সহজ হয় না। নানারকম দায়িত্ব তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু দুশ্চিন্তা করার সময় এটা নয়। ঠিকমতো ভেবে দেখলে দেখবেন আপনার হাতে অনেক কাজ। সে তুলনায় বরং আপনার সময় সীমিত। পড়াশোনা করার সময় বেশিরভাগ সময় কাটে সিলেবাস, পরীক্ষা, ক্যান্টিন আর বন্ধুদের সামলাতে। চাকরির পরীক্ষার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা বা ইন্টারভিউ-এর জন্যে তৈরি হওয়ার সময় তাই পড়াশোনার শেষেই আসে। তাই ভাববেন না এই সময়ে আপনি বেকার। বরং আপনি এখন আরও বেশি সজাগ, সচেতন। ভবিষ্যৎ জীবনের কাজের জন্যে তৈরি হওয়ার একাধিক টার্গেট। পড়াশোনা, প্র্যাকটিস দিয়ে নিজেকে পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত করে তোলার মোক্ষম সময় এটা। কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসার জন্য এমন অনেক বিষয়ের চর্চা করতে হয় যা আপনি স্কুলজীবনে ক্লাসে শেষ পড়েছেন। ভুলে যাওয়া সেই সব বিষয়ের প্রতিনিয়ত চর্চা প্রয়োজন। অনেকের ট্রেনিং নেওয়া বা নতুন কোর্স করারও প্রয়োজন হয়। এটাই তার যথার্থ সময়। একসময় ভেবে দেখবেন এই সময়টাতেই আপনার নিজেকে সবথেকে বেশি সময় দেওয়া দরকার নিজের উন্নতির জন্য।

চাকরির ইন্টারভিউয়ে আপনার পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, আপনার উপস্থিত বুদ্ধি, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে নানারকম বিচার-বিবেচনা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি পরখ করে দেখা হয়। এমন একজন মানুষ ইন্টারভিউয়াররা খোঁজেন যে ভবিষ্যতের কাজের দায়িত্ব নিতে পারবে। তাছাড়া, চালাকি দ্বারা কোনও কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বিশেষ কোনও লাভ হয়

এরপর চারের পাতায়

কেরিয়ার গাইড

পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারেন অটোমোবাইল ডিজাইনার

বর্তমান যুগে বিভিন্ন রকমের পেশার কথা আমরা জানতে পারি অথবা পরিচিত। প্রতিযোগিতার বাজারে একে অপরকে টেক্কা দিতে সকলেই এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এখন শুধুমাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যেই আর পেশা সীমাবদ্ধ নেই। তাই যত দিন যাচ্ছে বিভিন্ন রকম পেশার চাহিদা বাড়ছে। প্রত্যেকেই একটু ভিন্ন রকমের পেশায় যুক্ত হয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়। তাই কোন ধরনের পেশা নির্বাচন করলে অন্যদের থেকে একটু আলদা হবে এবং ইন্টারেস্টিং হবে সেই নিয়ে কম-বেশি সকলের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা চলে। এখনকার সময় যেমন অটোমোবাইল ডিজাইনার একটি ভালো পেশা। গাড়ি টেকনিক্যালি সাজানোর প্রতি যদি আপনার ঝোঁক থাকে তাহলেই এই পেশাকে আপনি নিজের জীবনে বেছে নিতে পারেন। রোজগারও বেশ ভালো। বিদেশের বাজারেও এর ভালোরকম চাহিদা রয়েছে।

বর্তমানে ভারতে গাড়ির বাজারও বেশ ভালো। ফলে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বাজার বেশ উর্ধ্বমুখী। পেশায় সব থেকে ভালো লাগার বিষয় আপনার ক্রিয়েটিভিটি এখানে স্বীকৃতি পাবে। যাঁরা এই ধরনের কাজ করে থাকেন তাঁরা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার বলা হয়। তবে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে শুধু গাড়ির কলকবজা ঘাঁটা নয়, গাড়িটিকে দেখতে ঠিক কেমন হবে, মানে কাস্টমারের চাহিদার কথাও এখানে গুরুত্ব পায়, সেটাও মাথায় রাখা একজন অটোমোবাইল ডিজাইনারের কাজ। সেইসঙ্গে গাড়ির নতুন স্কেচ তৈরি করা, গাড়ির টেকনিক্যাল বিষয়টির কথা মাথায় রেখে গাড়িটির সুন্দর রূপ দেওয়া। তবে এখানে শুধু সুন্দর মডেলের গাড়ি সাজানো নয়, স্কুটার, বাস, লরি প্রভৃতিকে সাজিয়ে তোলেন অটোমোবাইল ডিজাইনাররা। তবে যে কোনও গাড়িকে সাজিয়ে তোলার জন্য সেই গাড়ির টেকনিক্যাল দিকটিকে মাথায় রাখতে হয়। সেইসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনার প্রয়োজন আছে। একজন অটোমোবাইল ডিজাইনারকে গাড়ি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানার পাশাপাশি এই পেশায় আসতে গেলে অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করা জরুরি। তবে এই পেশায় আসতে হলে শুধুমাত্র পড়াশোনা করলেই চলবে না, যিনি অটোমোবাইল ডিজাইনার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার মধ্যেকার কল্পনাশক্তি তীব্র হতে হবে, ভাবার ক্ষমতা থাকতে হবে। সঙ্গে আঁকার ক্ষমতা থাকাও প্রয়োজন। না হলে এই পেশায় টিকে থাকা মুশকিল। নিজের সৃজনশীলতা এই পেশার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কাজে অভিনবত্ব দরকার ও সেইসঙ্গে প্রয়োজন উদ্ভাবনী শক্তিও।

এখানে একটা বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার ওপর ভরসা করলেই কিন্তু আপনি এই কাজে সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। এই কাজে আপনার নিজস্বতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবে কাজটিকে উপভোগ করতে হবে। না হলে কাজ করে মজা পাবেন না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে অটোমোবাইল ইন্ড্রাস্ট্রির বাজার ভালোর দিকেই যাবে। এবং চাহিদাও বাড়বে। ফলে ভবিষ্যতে এই পেশায় চাকরির সুযোগও বাড়বে।

অটোমোবাইল ডিজাইনিং দেশের নানা প্রান্তে পড়ানো হয়ে থাকে। এই বিষয়ে যাঁরা পড়তে ইচ্ছুক তাঁরা এই বিষয়ে একটু খোঁজ খবর করলেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবেন। ডিগ্রি কোর্স বা ডিপ্লোমা কোর্স দুটোই পড়ানো হয়। বেসিক ডিজাইনার পাঠের পাশাপাশি এখানে বিশেষ ইউনিটে বোঝানো হয়, কেমন করে আপনি গাড়ির নকশা নির্মাণ করবেন। তবে এই কাজে সৃজনশীলতা ছাড়াও প্রাথমিকভাবে এই ধরনের কোর্স করে রাখারও গুরুত্ব অনেক। তাহলে আপনার এই কাজের প্রতি স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান তৈরি হবে। প্রথম যে জায়গায় আপনি কাজ করতে যাবেন সেখানে এই প্রাথমিক জ্ঞানই আপনার বেসিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেবে। তবে ডিপ্লোমা থেকে ডিগ্রি কোর্সের চাহিদা বেশি। তাই ডিগ্রি কোর্স করা থাকলে স্বাভাবিকভাবে আপনার বেতনও বেশি হবে। এই পেশায় আপনি শুধুমাত্র অটোমোবাইল ডিজাইনার হিসাবেই নয়, ডিজাইনার ম্যানেজার, ডিজাইনার রিসার্চার, ডিজাইনার ইনস্ট্রাক্টর হিসাবেও কাজ করতে পারেন। এই কাজের বেতনও আকর্ষণীয়। বেতন প্রায় বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বিদেশের বাজারে এই পেশার চাহিদা আরও অনেক বেশি। সুতরাং যাঁরা এখনও কোন পেশায় ভবিষ্যত তৈরি করবেন বলে ভাবছেন তাঁরা অটোমোবাইল ডিজাইনার-কে পেশা হিসাবে ভাবতেই পারেন এবং সেইমতো এগোতেও পারেন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

পেশা যখন **বায়োসায়েন্স টেকনোলজিস্ট**

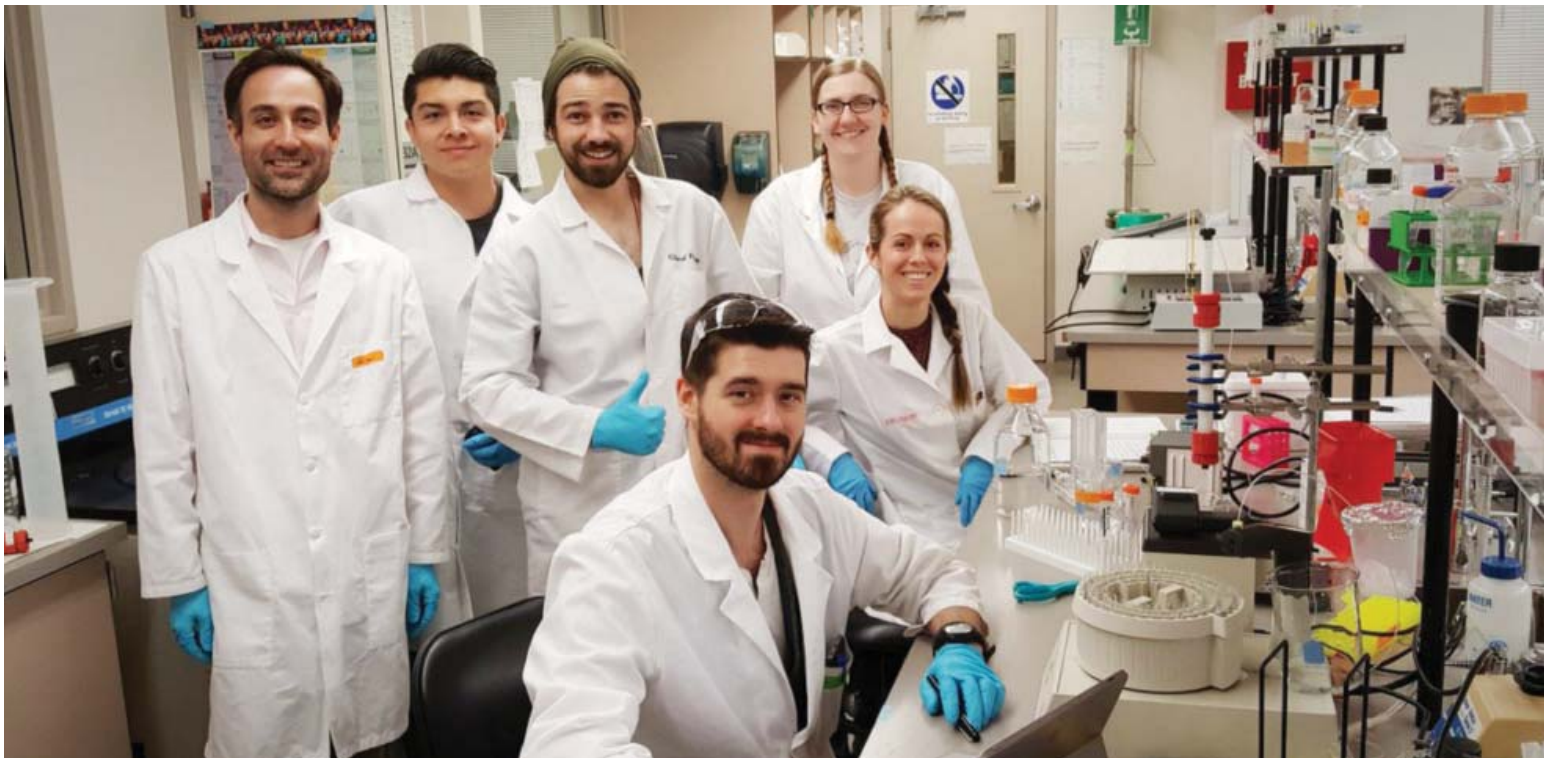

কৃষি থেকে চিকিৎসাক্ষেত্র— সর্বত্রই বায়োসায়েন্সের বিভিন্ন শাখার ব্যবহার ও প্রয়োগে যুগান্তকারী ফল পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা নিয়ে চলছে নানা ধরনের পরীক্ষ-নিরীক্ষা। অন্যান্য শাখার তুলনায় বায়োসায়েন্সের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ অনেক বেশি। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর যাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে আছে উচ্চশিক্ষা, বিদেশ যাওয়া, গবেষণা করা কিংবা কোনও কর্পোরেট সংস্থায় চাকরি করা, তাঁরা অনার্স নিতে পারেন বায়োসায়েন্সের এই ৪টি বিষয়ের কোনও একটিতে: মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, জেনেটিক্স ও বায়োটেকনোলজি।

মাইক্রোবায়োলজি: মাইক্রোবায়োলজি বা অণুজীববিদ্যায় উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অতি ক্ষুদ্রতম জীবাণু নিয়ে চর্চা হয়।

মাইক্রোবায়োলজির কোর্সের মধ্যে আছে এইসব বিষয়: অ্যাপ্লায়েড মাইক্রোবায়োলজি, ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি, ফুড টেকনোলজি, মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি ও জেনেটিক্স অ্যান্ড বায়ো-ইনফরমেটিক্স। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে স্পেশালাইজেশন করা যায় এইসব বিষয়ে: ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি, ন্যানো মাইক্রোবায়োলজি, এগ্রিকালচারাল মাইক্রোবায়োলজি, ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজি, মাইক্রোবায়াল জেনেটিক্স, ওয়াটার মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাসিউটিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি, ইভল্যুশনারি মাইক্রোবায়োলজি ও জেনারেশন মাইক্রোবায়োলজি। নিজস্ব বিষয় ছাড়াও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করা যায় এইসব বিষয়ে: বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি, মলিকুলার বায়োলজি, মেরিন সায়েন্স, জেনেটিক্স ও বায়ে-ইনফরমেটিক্স। পড়া যায় বি টেক ও এম টেক কোর্স।

কৃষি থেকে শিল্প, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাইক্রোবায়োলজিস্টদের এখন ব্যাপক কাজের সুযোগ আছে। চাকরি পাওয়া যায় এইসব সংস্থায়: ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, রিসার্চ অর্গানাইজেশন, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সংস্থা, কেমিক্যাল শিল্প, কৃষি দফতর, ওষুধ তৈরির সংস্থা ও সিমেন্ট উৎপাদন সংস্থা।

বায়োকেমিস্ট্রি: নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে আজকের এই প্রাণিজগৎ। বিবর্তনের এই পদ্ধতিটি পুরোপুরি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। গাছ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াতে সূর্যের আলো, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় অথবা আমরা যখন খাবার খাই তখন আমাদের মুখে পাকস্থলীর উৎসেচক অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। উৎসেচকগুলি খাদ্যের প্রোটিনকে ভেঙে তৈরি করে অ্যামাইনো অ্যাসিড। স্নেহপদার্থ ভেঙে তৈরি করে ফ্যাটি অ্যাসিড আর শর্করা ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিডই হল আমাদের প্রাণশক্তি। আর এই হল জৈব রসায়ন।

কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসা সব জায়গায় জৈব রসায়নবিদদের কাজের সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে: ওষুধ তৈরির শিল্প, জৈব প্রযুক্তি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পানীয় তৈরির শিল্প, প্রসাধন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সংস্থা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, প্যাথোলজিকাল ল্যাবরেটরি, ওষুধ গবেষণা ক্ষেত্র, যে কোনও বড় ল্যাবরেটরির বিপণন ক্ষেত্র, পুরসভা বা পঞ্চায়েত বর্জ্য ব্যবস্থাপন ক্ষেত্র। চাকরির পাশাপাশি মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ভালো সুযোগ আছে।

জেনেটিক্স: জিন, হেরিডিটি ও জিনের নানান বৈচিত্র নিয়ে চর্চা করা হয় জেনেটিক্স বিষয়ে। এটা আসলে বায়োটেকনোলজিরই অন্য এক অংশ। শুধুমাত্র মানুষ বা উদ্ভিদের নয়, ব্যাকটেরিয়া, পশুর জিন নিয়েও আলোচনা ও গবেষণা হয় জেনেটিক্স বিষয়ে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন মাটিতে কোন ধরনের গাছ হবে ও সেই গাছে আরও উন্নত ফল পেতে হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা করা যায় জিনের পরিবর্তন এনে। এসব নানা ধরনের কাজ নিয়ে আলোচনা হয় জেনেটিক্সে। জেনেটিক্সের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি হল: প্ল্যান্ট জেনেটিক্স, মেডিসিন জেনেটিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল জেনেটিক্স ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন জেনেটিক্স।

জেনেটিক্স বিষয়ে যেমন বিএসসি অনার্স কোর্স পড়া যায় ঠিক তেমনই বি টেক কোর্সেও জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায়। তবে জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে চাকরি পেতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি/পিএইচডি বা এম টেক পাশ করতে হবে। এ-রাজ্যে এই বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে ১) ইনস্টিটিউট অব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বাদু। ২) গুরু নানক ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, পানিহাটি, সোদপুর। রাজ্যের বাইরে জেনেটিক্সে বিএসসি/বি টেক পড়ানো হয় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, ভারত ইউনিভার্সিটি, এসআরএম ইউনিভার্সিটি ও ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে।

জেনেটিক্স বিষয় নিয়ে পাস করার পর চাকরির সুযোগ আছে শিক্ষকতায়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা আর কৃষি গবেষণা ও বিকাশের জন্য জেনেটিক্সের ছেলেমেয়েদের দরকার হয়। এছাড়াও কাজের সুযোগ আছে বন দফতর, পরিবেশ দূষণ দফতর, নগর পরিকল্পনা ও জলসম্পদ দফতরে।

বায়োটেকনোলজি: কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য বা পরিবেশ সবক্ষেত্রেই জৈবপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হওয়ায় বায়োটেকনোলজির ছেলেমেয়েদের ভালো কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। জৈবপ্রযুক্তির সাফল্যের বেশিরভাগটাই এসেছে কৃষি ও প্রাণিপালনের ক্ষেত্রে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ধরনের বীজ, জৈব সার, টিস্যু কালচার ও উন্নত প্রজাতির পশুপালন কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত এনেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন নতুন ভ্যাকসিন। এছাড়াও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্রবয়ন শিল্প, প্রসাধন শিল্প ও ওষুধ শিল্পে এখন জৈব প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। এ-রাজ্যে বায়োটেকনোলজিতে বিএসসি ও বিটেক পড়ানো হয়: ১) হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ২) হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ৩) দুর্গাপুর কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড সায়েন্স, ৪) দুর্গাপুর ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ৫) কল্যাণী মহাবিদ্যালয়, ৬) পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ।

বায়োটেকনোলজি বিষয় নিয়ে পড়ার পর চাকরির সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে: ওষুধ শিল্প, কৃষি শিল্প, জৈব রাসায়নিক ক্ষেত্র ও জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে। এছাড়া দেশে ও দেশের বাইরে বায়োটেকনোলজি বিষয়ে গবেষণার অনেক সুযোগ আছে।

নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে

তিনের পাতার পর

না। তাই চটজলদি কাজ আপনার না-ও জুটতে পারে কারণ কাজ জোটানো খুব সহজ ব্যাপার নয়।

অনেকের ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে প্রথম যে কাজ আপনি পেলেন সেটা একেবারে মনের মতো নয়। তার পরিবেশ, বসের ব্যবহার অনেক কিছুই হতাশার কারণ হতে পারে। কিন্তু ভাবতে হবে এটাই তো আপনার জীবনের শেষ নয়। এমন অনেক উদাহরণ আপনি পাবেন যেখানে মানুষ মাথায় করে মাল বয়ে নিয়ে গিয়েও সাপ্লাইয়ের কাজ করেছেন এবং পরে হয়তো নিজের চেষ্টায় উঁচু পদের সেলস ম্যানেজার হয়েছেন। এমন প্রচুর মানুষের উদাহরণ পাবেন যাঁরা শুধুমাত্র নিজের চেষ্টা বা একাগ্রতার কারণেই আজ সাফল্যের শীর্ষে অধিষ্ঠান করছেন।

তাই আসল ব্যাপার হল পড়াশোনা শেষে চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত যে কঠিন সময় তাকে বয়ে যেতে দিতে হয়। নিজেকে আরও বেশি ভালোবাসতে হয়, সময় দিতে হয়। আরও বেশি পড়াশোনা করুন। নতুন কোর্স, ট্রেনিংয়ের খোঁজ করুন, ইন্টার্নশিপ করুন। শুধু নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না। কখনও ভাববেন না যা হয়েছে সেটাই চলবে। একাগ্র চেষ্টায় আরও আরও এগিয়ে যেতে হবে। নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে সফলতার।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে
জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য
‘target@কেরিয়ার’-এ আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৩৮৮০ গ্রুপ-সি কর্মী নিয়োগ

৩৮৮০ জন সেমি স্কিল্ড গ্রুপ 'সি' কর্মী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ২৪টি অর্ডন্যান্স ও অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি। নিয়োগ হবে আইটিআইয়ের বিভিন্ন ট্রেড থেকে। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ হবে মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। নিয়োগপ্রক্রিয়া পরিচালনা করবে নাগপুরের অম্বাঝারি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি রিক্রুটমেন্ট সেন্টার। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 10201/11/0209/1718.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এনসিভিটি স্বীকৃত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট।

বয়স: ২৬-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০, দক্ষ খেলোয়াড়রা ৫ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না বা আইনত স্বামীবিচ্ছিন্না হলে ও পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে এবং বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে হলে আবেদনের যোগ্য।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা। শুরুতে মাইনে ১৮০০০ টাকা সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে বিভিন্ন ভাতা পাওয়া যাবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা (১০০ নম্বর) এবং ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং নেই। পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পার্টে। পার্ট-এ-তে প্রশ্ন হবে জেনারেল সায়েন্স এবং কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড বিষয়ে। পার্ট-বি-তে প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ে। লেবার পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল সায়েন্স এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতায়। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ofb.gov.in.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ofb.gov.in.

প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৬ জুন পর্যন্ত। যে কোনও একটি ট্রেডের জন্য আবেদন করা যাবে। দরখাস্ত করতে হবে দুটি পার্টে। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফোটো, সই, ও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ আপলোড করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট, ওবিসি সার্টিফিকেট, দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। প্রথম পার্টের রেজিস্ট্রেশনের পর একটি অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন, পরে কাজে লাগবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। মহিলা, তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনেও ফি দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে চালানের মাধ্যমের ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাংকের যে কোনও শাখায়। চালান ডাউনলোড করে নিতে হবে ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিলে ফি জমা দেওয়ার পর ট্রানজাকশন রেফারেন্স নম্বর সহ চালানটি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে ফি জমা দিলে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে পরে কাজে লাগবে।

শিপিং কর্পোরেশনে ৫০ অফিসার নিয়োগ

ট্রেনি ইলেকট্রিকাল অফিসার পদে ৫০জন কর্মী নেবে শিপিং কর্পোরেশন। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৬ মাস। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

মোট শূন্যপদের মধ্যে ৮টি তফসিলি জাতি, ৪টি তফসিলি উপজাতি এবং ১৪টি শূন্যপদ ওবিসি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি টেক বা ডিপ্লোমা। সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং দ্বারা অনুমোদিত চার মাসের মেয়াদের ইলেকট্রো টেকনো অফিসার সার্টিফিকেট, ইন্ডিয়ান কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি ট্রেনিং ফর সিফেয়ারার্স উইথ ডেজিগনেটেড সিকিউরিটি ডিউটিজ, স্ট্যান্ডার্ডস অব ট্রেনিং সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ওয়াচকিপিং মডিউলার- ২০১০ এবং হাই ভোল্টেজ কোর্স করে থাকতে হবে। উপরোক্ত কোর্সগুলি করা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ট্রেনিংয়ে যোগ দেওয়ার ৬ মাসের মধ্যে নিজস্ব খরচে উপরোক্ত কোর্সগুলি করে নিতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট, প্যান কার্ড এবং আইএনডিওএস নম্বর থাকতে হবে।

বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ১৫০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় অনলাইন পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা ১ জুলাই, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা। অনলাইন পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংরেজি, রিজনিং এবং পেশা-সংক্রান্ত বিষয়ে।

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.shipindia.com. প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ জুন। ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০০ টাকা। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা। ফি জমা দিতে হবে ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। ব্যাংক ট্রানজ্যাকশন রিসিপ্ট সহ দরখাস্তের প্রিন্টআউট ভরা খামের ওপর যে-পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত সাধারণ ডাক বা ক্যুরিয়ার বা স্পিডপোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ২৭ জুনের মধ্যে পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানায়: Vice President I/C, Fleet Personnel Dept, Third floor, The Shipping Corporation Of India Ltd., Shipping House, 245, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India.

রূপকলা কেন্দ্রে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স

চলচ্চিত্র নির্মাণ ও জনসংযোগ বিষয়ে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে রূপকলা কেন্দ্র। এটি রাজ্য সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা।

কোর্স: ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন (কোড-১১), ডিরেকশন (কোড-২২), মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি (কোড -৩৩), এডিটিং (কোড-৪৪), সাউন্ড ডিজাইন (কোড-৫৫), অ্যানিমেশন ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডিরেকশন (কোড-৬৬)।

আসনসংখ্যা: ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন: ১৬টি। ডিরেকশন: ৮টি। মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি: ৮টি। এডিটিং: ৮টি। সাউন্ড ডিজাইন:৮টি। অ্যানিমেশন ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডিরেকশন: ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। সাউন্ড ডিজাইন কোর্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ফিজিক্স পড়ে থাকলে অগ্রাধিকার। অ্যানিমেশন ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডিরেকশনের ক্ষেত্রে বেসিক ড্রয়িং এবং কম্পিউটারে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসাবে মাস কমিউনিকেশন বা সোশ্যাল সায়েন্স বা ইকোনমিক্স পড়ে থাকলে অগ্রাধিকার। ডিরেকশন কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন স্কিল দেখা হবে।

সরকারি নিয়মানুসারে, তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে।

বয়স: ৩১-৩-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রতিভাবান প্রার্থীরা ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি: ৬২০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় পেপার ওয়ান এবং পেপার টু-এ প্রশ্ন হবে যথাক্রমে এসে রাইটিং (১০০ নম্বর) এবং উপরোক্ত ছটি বিষয়ের যে কোনও একটি বিষয়ে (২০০ নম্বর)। সময়সীমা পেপার ওয়ানের ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা এবং পেপার টুয়ের ক্ষেত্রে ৩ ঘণ্টা।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.kendroonline.org আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

এছাড়াও যে কোনও কাজের দিন (শনি ও রবিবার বাদে) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রোসপেক্টাসসহ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: Roopkala Kendra, Block-GM, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091.

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: ১) ফি-বাবদ দিতে হবে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ৩০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'Roopkala Kendra'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। ২) প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ২ কপি স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটো দুটি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। ৩) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ৪) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত ৩০ জুনের মধ্যে পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানায়: Director & CEO, Roopkala Kendra, Block-GM, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091.

এখন পুরো চার পাতা জুড়ে

চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর

হাইকোর্টে ৯৫ ক্লার্ক

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ল ক্লার্ক (ট্রেনি) পদে ৯৫ জন লোক নিচ্ছে। কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ৩ বছরের ডিগ্রি বা আইনের ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ডিগ্রি কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। আইনের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় ইন্টারভিউয়ের সময় আইনের ডিগ্রি কোর্স পাসের মার্কশিট দেখাতে হবে। কম্পিউটারের ডাটা এন্ট্রি ওয়ার্ক প্রোসেসিং ও কম্পিউটার পরিচালনার কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৭-২০১৭-এর হিসাবে ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১২৫০০ টাকা। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ: ৯৫টি। বিজ্ঞপ্তি নং Advt No. 01/Law Clerk (Trainee)/17. প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে জুলাইয়ে, এলাহাবাদ ও লক্ষ্মৌ-এ।

দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.allahabadhighcourt.in তখন পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ২) কম্পিউটার যোগ্যতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৪০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা ৫x১০ সেমি মাপের ২টি খাম, ৪) এখনকার তোলা ও নিজের সই করা আর গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সাঁটা), ৫) ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট। 'Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad' দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for the post of Law Clerk (Trainee). দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে, স্পিড ডাকে বা ক্যুরিয়ারে। পৌঁছতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Registrar General, High Court of Judicature, Allahabad.

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী

বেশ কিছু টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ করা হবে ১০+২ (বি টেক) ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের মাধ্যমে পার্মানেন্ট কমিশনে। কোর্স শুরু হবে জানুয়ারি মাস থেকে। শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষরাই আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্কে মোট ৭০% নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। প্রার্থীর মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে অন্তত ৫০% নম্বর থাকতে হবে। সেই সঙ্গে প্রার্থীকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (মেন), ২০১৭-তে বসে থাকতে হবে। এই পরীক্ষায় সর্বভারতীয় মেধাতালিকা অনুসারে ডাক পাওয়া যাবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: দূরের ক্ষেত্রে ৬/৬, ৬/৯ হওয়া চাই। চশমা সহ ৬/৬,৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রাতকানা রোগ বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না।

বয়স: জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৮ থেকে ১-১-২০০১ এর মধ্যে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের দু'পর্যায়ের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ হবে ভোপাল বা কোয়েম্বাটুর বা বিশাখাপত্তনম বা বেঙ্গালুরুতে। ইন্টারভিউ চলবে ৪ দিন ধরে। ইন্টারভিউয়ের প্রথম পর্যায়ে থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন টেস্ট এবং গ্রুপ ডিসকাশন। এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সেদিনই প্রার্থীকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সফল হলে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টিং ও ইন্টারভিউ। সবশেষে মেডিকেল এগজামিনেশন। গোটা প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা চলবে ৩-৫ দিন ধরে। প্রথমবার পরীক্ষা দিতে গেলে এসি থ্রি টায়ারের রেলভাড়া পাবেন। চূড়ান্ত সফল প্রার্থীদের কেরলের এঝিমালা ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ৪ বছরের বি টেক কোর্স করতে পাঠানো হবে। কোর্সের শেষে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি টেক ডিগ্রি পাবেন। প্রশিক্ষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে নৌবাহিনী। ট্রেনিংয়ে সফলদের সাব-লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে নিয়োগ করা হবে। তখন বেতন পাবেন ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে। কম্যান্ডার র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindiannavy.gov.in এর জন্য প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্তের সময় পিডিএফ ফরম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটোসহ বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না নিজের কাছে রাখতে হবে পরে প্রয়োজন হবে।

বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এয়ারফোর্সে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে নিয়োগ

বেশ কিছু তরুণ-তরুণীকে ট্রেনিং দিয়ে কমিশন্ড অফিসার পদে নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়োগ হবে ফ্লাইং, গ্রাউন্ড ডিউটি (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল) শাখায়, পার্মানেন্ট ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে। ফ্লাইং শাখায় নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে ২০৪/১৮ এফ/এস এস সি/এম অ্যান্ড ডব্লু (শর্ট সার্ভিস কমিশন) কোর্সে, টেকনিক্যাল শাখায় শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে ২০৩/১৮ টি/পিসি/এম (পার্মানেন্ট কমিশন) কোর্সে ও পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে ২০৩/১৮টি/এসএসসি/এম অ্যান্ড ডব্লু (শর্ট সার্ভিস কমিশন) কোর্সে এবং গ্রাউন্ড ডিউটি (নন-টেকনিক্যাল) শাখায় শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে জি/পিসি/এম (পার্মানেন্ট কমিশন) কোর্সে ও পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে ২০৩/১৮ জি/এসএসসি/এম অ্যান্ড ডব্লু (শর্ট সার্ভিস কমিশন) কোর্সে। গ্রাউন্ড ডিউটি (নন-টেকনিক্যাল) শাখায় নিয়োগ হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লজিস্টিক, অ্যাকাউন্টস ও এডুকেশন বিভাগে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ফ্লাইং ও টেকনিক্যাল শাখায় ৭৪ সপ্তাহ এবং গ্রাউন্ড ডিউটি (নন-টেকনিক্যাল) শাখায় ৫২ সপ্তাহ। প্রার্থীদের বয়স ২৫ বছরের কম হতে হবে এবং অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে।

ফ্লাইং শাখার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৬০% নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ বছরের স্নাতক হতে হবে অথবা মোট ৬০% নম্বর সহ ৪ বছরের বি ই বা বি টেক ডিগ্রি থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও ম্যাথম্যাটিকসে ৬০% করে নম্বর থাকতে হবে অথবা মোট ৬০% নম্বর সহ এরোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া বা ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপের সেকশন এ,বি পাস হতে হবে। আগে কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম বা পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্টে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আর আবেদন করবেন না।

বয়স: ১-৭-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্সধারীরা ২৬ বছর পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৬২.৫ সেমি। পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে ৯৯ থেকে ১২০ সেমির মধ্যে। থাইয়ের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ৬৪ সেমি। বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা হতে হবে ৮১.৫ থেকে ৯৬ সেমি। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্যচোখে ৬/৯, হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-ওয়ান মানের হতে হবে। চশমা থাকলে আবেদন করবেন না।

গ্রাউন্ড ডিউটি টেকনিক্যাল শাখায় শিক্ষাগত যোগ্যতা: এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রনিক্স) ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি থাকতে হবে। ইন্টিগ্রেটেড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও অঙ্কে ৬০% করে নম্বর থাকতে হবে।

এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি অথবা ইন্টিগ্রেটেড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। উভয়ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও অঙ্কে ৬০% করে নম্বর থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। গোর্খা প্রার্থীরা ৫ সেমি ছাড় পাবেন। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি: উভয় চোখে ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সি পি টু মানের হতে হবে। বয়স: ১-৭-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ্রাউন্ড ডিউটি নন-টেকনিক্যাল শাখায় বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাডমিনিস্ট্রেশন: মোট ৬০% নম্বর সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট অথবা মোট ৬০% নম্বর সহ এরোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া বা ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপের সেকশন এ,বি পাস।

লজিস্টিক: মোট ৬০% নম্বরসহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট অথবা মোট ৬০% নম্বরসহ এরোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া বা ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপের সেকশন এ, বি পাস।

অ্যাকাউন্টস: মোট অন্তত ৬০% নম্বর সহ বি-কম পাস।

এডুকেশন: এমবিএ বা এমসিএ। অথবা মোট ৫০% নম্বরসহ ইংরেজি, ফিজিক্স, ম্যাথাম্যাটিক্স, কেমিস্ট্রি, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ডিফেন্স স্টাডিজ, সাইকোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি, ম্যানেজমেন্ট, মাস কমিউনিকেশন, জার্নালিজম, পাবলিক রিলেশন ইত্যাদির মধ্যে যে কোনও একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সবক্ষেত্রেই স্নাতকস্তরে ৬০% নম্বর থাকতে হবে।

বয়স: ১-৭-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। গোর্খা প্রার্থীরা ৫ সেমি ছাড় পাবেন। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৯, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-ওয়ান মানের হতে হবে। লজিস্টিক, অ্যাকাউন্টস, এডুকেশনের ক্ষেত্রে ভালো চোখে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/১৮ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-থ্রি মানের হতে হবে।

ফ্লাইং, টেকনিক্যাল ও গ্রাউন্ড ডিউটি (নন-টেকনিক্যাল) শাখায় পার্মানেন্ট ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে আবেদনের ক্ষেত্রে যাঁরা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন, তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আসল বা প্রোভিশনাল ডিগ্রি সার্টিফিকেট ১৫ জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে।

ট্রেনিং শেষে সফল প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে বিভিন্ন শাখায়। তখন বেতন পাওয়া যাবে: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: AFCAT—02/2017.

প্রার্থী বাছাই করা হবে এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাটি হবে ২৭ আগস্ট। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। ২ ঘণ্টার এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্টে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ভার্বাল এবিলিটি, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং মিলিটারি অ্যাপটিটিউড বিষয়ে। এর পরেই গ্রাউন্ড ডিউটি টেকনিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪৫ মিনিটের ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্ট হবে। গ্রাউন্ড ডিউটি নন টেকনিক্যাল শাখার প্রার্থীদের এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্ট, দুটি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে হবে। এরপর সফল প্রার্থীদের দু'পর্যায়ে পরীক্ষা নেবে এয়ারফোর্স সিলেকশন বোর্ড।

প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন এবং ডিসকাশন টেস্ট। এই পর্যায়ে ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফলদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ৫ দিনের। ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে থাকবে অতিরিক্ত কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম টেস্ট। ২৯ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.careerairforce.nic.in. দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো আপলোড করতে হবে। প্রার্থীর একটি চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অনুমোদিত রাজ্যের ১৫টি মেডিক্যাল কলেজে ও ৪৫টি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ১৩টি বিষয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। পড়ানো হবে এইসব কোর্স: ১) মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি (DMLT-Tech), ২) রেডিওগ্রাফি (ডায়াগনস্টিক) (DRD—Tech),৩) ফিজিওথেরাপির ডিপ্লোমা (DPT), ৪) রেডিওথেরাপেটিক টেকনোলজির (DRT), ৫) অপটোমেট্রি (অপথ্যালমিক টেকনিক), ৬) নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি, ৭) পারফিউশন টেকনোলজি, ৮) ক্যাথ ল্যাব টেকনিশিয়ান, ৯) ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি, ১০) ডায়ালিসিস টেকনিক, ১১) অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, ১২) ডায়াবেটিস কেয়ার টেকনোলজি, ১৩) ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফিক টেকনিক। প্রতিটি কোর্স দু'বছরের। সেশন শুরু ১ সেপ্টেম্বর।

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ওই তিন বিষয়ে আলাদাভাবে পাস নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৭ বছর বা তার বেশি।

প্রার্থী বাছাই হবে এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ৩০ জুলাই। প্রথম পেপারে পরীক্ষা হবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে। দ্বিতীয় পেপারের পরীক্ষা হবে বায়োলজি বিষয়ে। প্রতিটি পার্টে থাকবে ৫০ নম্বর। প্রথম পার্টে থাকবে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা ও দ্বিতীয় পার্টের পরীক্ষা হবে দেড়টা থেকে ৩টে। প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। উত্তর দিতে হবে ওএমআর শিটে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, মালদা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ। মেধাতালিকা দেওয়া হবে ১১ আগস্ট ওয়েবসাইটে। কাউন্সেলিং হবে ২৬, ২৭ ও ২৮ আগস্ট। দরখাস্তের প্রোসপেক্টাস ডাউনলোড করা যাবে ওয়েবসাইট থেকে। ২ জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.smfwb.in, www.smfw-bee.in। এরজন্য একটি বৈধ ই-মেইল আইডি লাগবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। এবার ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষার ফি-বাবদ ৫০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা স্টেট ব্যাংকের চালানে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নিতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ঠিকানায়: State Medical Faculty of West Bengal, 14-C, Beliaghata Main Road, Kolkata-700085. এছাড়াও ওপরের ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

ভুবনেশ্বর এইমসে বিভিন্ন পদে ১০১১ নিয়োগ

ভুবনেশ্বরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস 'স্টাফ নার্স গ্রেড-II', 'রেডিওগ্রাফিক টেকনিশিয়ান', 'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' ও 'স্টোরকিপার' পদে ১০১১ জনকে নিয়োগ করবে।

স্টাফ নার্স গ্রেড-II: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসি নার্সিং কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। ভারতীয় বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮০০টি। সাধারণ ৪০৪, ওবিসি ২১৬, তফসিলি জাতি ১২০, তফসিলি উপজাতি ৬০। পোস্ট কোড: AIIMS03.

স্টাফ নার্স গ্রেড-I: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসি নার্সিং কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। ভারতীয় বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। ১১০ শয্যার হাসপাতাল বা হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউটে স্টাফ নার্স গ্রেড-II হিসাবে অন্তত ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২৭টি। সাধারণ ৬৫, ওবিসি ৩৪, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ৯। পোস্ট কোড: AIIMS02.

রেডিওগ্রাফিক টেকনিশিয়ান: রেডিওগ্রাফির ৩ বছরের বিএসসি অনার্স কোর্স পাসরা যোগ্য। রেডিওগ্রাফির ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। কম্পিউটারে স্প্রেড শিট, অফিস অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫টি। সাধারণ ৯, ওবিসি ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট কোড: AIIMS10.

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো দক্ষতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৩টি। সাধারণ ২৩, ওবিসি ১১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩। পোস্ট কোড: AIIMS46.

পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের ডিকটেশন আর কম্পিউটারে ইংরেজিতে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে ট্রান্সক্রিপশন করতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ১। পোস্ট কোড: AIIMS52.

স্টোরকিপার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ ২০ টি। সাধারণ ১১, ওবিসি ৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১।

পোস্ট কোড: AIIMS54.

সব পদের বেলায় বয়স হিসাব করতে হবে ২৮-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছরের, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। বিজ্ঞপ্তি নং: AIIMS/BBSR/ Admin-II/2017/05.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ভুবনেশ্বরে। তারপর হবে ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেজে ডাউনলোড করে নিতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২৮ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.aiimsbhubaneswar.edu.in. প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টআউট করে নিতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতি সপ্তাহে চারপাতা জুড়ে
অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর
'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বৃত্তিমূলক ও সৃজনশীল কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সব পাঠকেন্দ্র থেকে ২০০ টাকার বিনিময়ে ভর্তির ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাওয়া যাবে। পাঠক্রমের ফি ছাড়াও আবেদনকারীকে ৩০০ টাকা (১২৫ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি ও ১৭৫ টাকা বার্ষিক উন্নয়ন ফি) ভর্তির সময় জমা দিতে হবে। যেক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদ ১ বছরের বেশি, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বছরের শুরুতেই উন্নয়ন ফি জমা করতে হবে। ভর্তির দরখাস্ত দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল ছেলেমেয়েদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো ও সংশ্লিষ্ট ট্রেডে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। সব কোর্স ইউজিসি স্বীকৃত।

কী কী কোর্স:

১) ডিপ্লোমা ইন প্রি প্রাইমারি টিচার্স এডুকেশন (মন্টেসরি)।

যোগ্যতা: যেকোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ২) বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া।

৩) মহারানি কাশীশ্বরী কলেজ, কলকাতা-৭। ৪) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি। ৫) বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন স্কুল অব এডুকেশন, পুরুলিয়া। ৬) শান্তিদেবী বিদ্যানিকেতন, পলাশী, নদিয়া। ৭) নারী শিক্ষা সমিতি, বাণীভবন, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর। ৮) নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুল অব এডুকেশন, নদিয়া। ৯) বীণাপাণি এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মৌলডাঙা, শ্রীনিকেতন, বীরভূম।

২) ডিপ্লোমা ইন ডিটিপি ও নেটওয়ার্কিং। যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস। মেয়াদ: ১ বছর।

পাঠকেন্দ্র: ১) শান্তিদেবী বিদ্যানিকেতন, পলাশি, নদিয়া। ২) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা। ৩) নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুল অব এডুকেশন, নদিয়া।

৪) জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, বাসন্তী। ৫) বীণাপাণি এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মৌলডাঙা, শ্রীনিকেতন, বীরভূম। ৬) মুড়াগাছা গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া।

৩) ডিপ্লোমা ইন অঁত্রেপ্রেন্যুরশিপ ডেভেলপমেন্ট ও স্মল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা বিপিপি কোর্স পাস। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্লক: আইবি-১৯৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-১০৬। ২) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা। ৩) গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান। ৪) মুড়াগাছা গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া।

৪) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ট্রাভেল ও ট্যুরিজম। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাস। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) এনএসওইউ, কল্যাণী ক্যাম্পাস। ২) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্লক: আইবি-১৯৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-১০৬। ৩) আশুতোষ কলেজ ট্রেনিং সেন্টার, ১০ বসন্ত বোস রোড, কলকাতা-২৬। ৪) নাজিপুর রেনবো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, মুর্শিদাবাদ। ৫) বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া। ৬) গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান।

৫) ডিপ্লোমা ইন সেফটি স্কিল অ্যান্ড সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা। ২) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ৩) নাজিপুর রেনবো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, মুর্শিদাবাদ।

৬) ভোকেশনাল কোর্স অন টেলারিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনিং। টেলারিং ও ড্রেস ডিজাইনিং-সংক্রান্ত ৩টি কোর্স পড়ানো হয়: ক) বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স। যোগ্যতা: ক্লাস এইট পাস। মেয়াদ: ৬ মাস। খ) অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স। যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস ও সেইসঙ্গে বেসিক সার্টিফিকেট পাস। মেয়াদ: ১ বছর। গ) অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় ডিগ্রি কোর্স ও অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট পাস। মেয়াদ: ২ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ২) শান্তিদেবী বিদ্যানিকেতন, পলাশি, নদিয়া। ৩) আল-আমিন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ হাটপারা, জয়নগর, দক্ষিণ ২৫ পরগণা। ৪) জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র, বাসন্তী। এই কোর্সটি পাস করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কর্মশিক্ষা বিষয়ে আবেদন করা যায়।

৭) সার্টিফিকেট ইন অর্গানিক এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচার। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস। পাঠকেন্দ্র: ১) জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, বাসন্তী। ২) গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান।

৮) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং। যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স/এডুকেশন/ফিজিক্যাল সায়েন্স/লাইফ সায়েন্স/ইতিহাস/ভূগোল/নার্সিং বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিগ্রি কোর্স পাস। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: গিরীন্দ্রশেখর ইনস্টিটিউট অব সাইকোলজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, পি ৫৩৫, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা-২৯।

৯) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) আর এন টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর কার্ডিয়াক সায়েন্সেস, ১২৪ মুকুন্দপুর, কলকাতা-৯৯। ২) রুবি জেনারেল হসপিটাল, কসবা, কলকাতা।

১০) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ট্যাক্সেশন। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় ডিগ্রি কোর্স কিংবা এলএলবি, সিএ বা সিডব্লুএ কোর্স পাস। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা। ২) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ৩) এসিই বিজনেস অ্যাকাডেমি: ৮৬বি, মৌলালি, কলকাতা। ৪) গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান। ৫) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্লক: আইবি-১৯৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-১০৬।

১১) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্লক: আইবি-১৯৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩,কলকাতা -১০৬।২) আশুতোষ কলেজ ট্রেনিং সেন্টার, ১০ বসন্ত বসু রোড, কলকাতা-২৬।

১২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা। ২) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর। ৩) আশুতোষ কলেজ ট্রেনিং সেন্টার, ১০ বসন্ত বসু রোড, কলকাতা-২৬। ৪) নাজিপুর রেনবো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, মুর্শিদাবাদ।

১৩) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। মেয়াদ: ১ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ৮৩ হরিশ মুখার্জি রোড। ২) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি: পাঁশকুড়া,পূর্ব মেদিনীপুর। ৩) মুড়াগাছা গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া।

১৪) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন নিডল ওয়ার্ক অ্যান্ড নিটিং। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। মেয়াদ: ২ বছর। পাঠকেন্দ্র:১) নারী শিক্ষা সমিতি, ২৯৪/৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। ২) নারী শিক্ষা সমিতি, বাণীভবন, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর। ৩) সিউড়ি মহিলা সমিতি, আরটি গার্লস স্কুল, সিউড়ি, বীরভূম। ৪) অরবিন্দ নগর ইয়ুথ অ্যাকাডেমি, বেগুনতাড়ি, জলপাইগুড়ি। ৫) নাজিপুর রেনবো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, মুর্শিদাবাদ।

১৫) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রিটেল ম্যানেজমেন্ট। যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। পাঠকেন্দ্র: ১) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্লক: আই.বি.-১৯৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-১০৬। ২) শ্রীঅরবিন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট: ১৪৪ হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

১৬) সার্টিফিকেট ইন মানবী বিদ্যা-আমরা পারি। যোগ্যতা: এইট পাস। মেয়াদ: ২ বছর। পাঠকেন্দ্র: ১) গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান। ২) মুড়াগাছা গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া।

এছাড়া আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: স্কুল অব ভোকেশনাল স্টাডিজ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডিডি ২৬, সেক্টর-I, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৬৪। ফোন: ০৩৩-৪০৬৬৩২২০। ওয়েবসাইট: www.wbnsou.ac.in.

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০১৭

সেনাবাহিনীতে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার নিয়োগ

স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ৩ বছরের ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে ৩৭৫ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেরা স্থলবাহিনীর জন্য আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেরা বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীর বা ন্যাভাল অ্যাকাডেমির এগজিকিউটিভ শাখার জন্য আবেদন করতে পারেন। আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য। সব বাহিনীর ক্ষেত্রেই জন্ম তারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৯ থেকে ১-১-২০০২-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি (বিমানবাহিনীর বেলায় ১৬২.৫ সেমি), বয়স ও উচ্চতার অনুপাতে ৪০ কেজি থেকে ৬৫ কেজি ওজন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় চশমা ছাড়া ৬/৬ বা ৬/৯, যা ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। এছাড়া লাল ও সবুজ রং আলাদাভাবে চেনার ক্ষমতা, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য দরকার। দৈহিক ত্রুটি থাকলে আবেদন করার যোগ্য নন। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এগজামিনেশন (II), ২০১৭-এর মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা, ১০ সেপ্টেম্বর। পূর্বভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, গ্যাংটক, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), শিলং, জোড়হাট, পটনা, আগরতলা ও পোর্টব্লেয়ার। মোট ১ দিনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় থাকবে দুটি পেপার: ১) ৩০০ নম্বরের ম্যাথামেটিক্স, ২) ৬০০ নম্বরের জেনারেল এবিলিটি টেস্ট। প্রতিটি পেপারে সময় থাকবে আড়াই ঘণ্টা করে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সফল হলে ৯০০ নম্বরের ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোনালিটি টেস্ট হবে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। এই টেস্টে থাকবে ভার্বাল ও নন-ভার্বাল প্রশ্ন। এরপর হবে গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক ও একটি বিশেষ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। সফল হলে ৩ বছরের ট্রেনিং। প্রথম আড়াই বছর হবে পুনের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে। এই ট্রেনিংয়ে সফল হলে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ বা বিএসসি পাসের সার্টিফিকেট পাবেন। এরপর ৬ মাস প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন www.upsc.gov.in ওয়েবসাইটে।

২৯ জুনের মধ্যে দরখাস্ত করবেন www.upsconline.nic.in ওয়েবসাইটে। অনলাইনে দরখাস্ত করার জন্য প্রথমে পার্ট-ওয়ান ও পরে পার্ট-টু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রথমে ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। এছাড়াও পরীক্ষার ফি-বাবদ ১০০ টাকা স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় দিতে পারেন অথবা ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও দিতে পারেন। বিস্তারিত আরও বিষয় জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৪০ জন ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ করবে এনএইচএআই

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া ৪০ জন ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ করবে। এটি কেন্দ্রের সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা।

মোট শূন্যপদ: ৪০টি। সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৯। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত ও অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখায় বৈধ গেট স্কোর থাকতে হবে।

বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট স্কোরের ভিত্তিতে। আবেদন করা যাবে অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nhai.org. অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো এবং সই আপলোড করতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেফারেন্স নম্বরসহ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকনলেজমেন্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকনলেজমেন্ট বা অফলাইন দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

২) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) বৈধ গেট স্কোর কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) কর্মরতদের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্ত অনলাইনে সাবমিট করার ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকনলেজমেন্ট স্পিড বা রেজিস্টার্ড ডাকে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে নথিপত্রসহ আবেদনপত্রের পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে-পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। অ্যাকনলেজমেন্ট ও দরখাস্ত পাঠানোর ঠিকানা: M.N. Ghei, Deputy General Manager (HR/Admn-II), National Highways Authority of India, G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

হরিয়ানা পরিবহণ দফতরে ১০৬৯ ড্রাইভার, কন্ডাক্টর নিয়োগ

হরিয়ানায় সরকারের রাজ্য পরিবহণ দফতরে ২৯৬৮ জন ড্রাইভার, কন্ডাক্টর নিয়োগ করা হবে। মোট পদের মধ্যে ১০৬৯টি পদ অসংরক্ষিত। কেবলমাত্র অসংরক্ষিত পদগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে হরিয়ানা স্টাফ সিলেকশন কমিশন। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ৪/২০১৭ (http://www.hssc.gov.in/advertisement.htm)

শূন্যপদ: ক্যাটেগরি নম্বর ১, পদ: হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার: ২০৩৮ (অসংরক্ষিত :৭৩৪)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস। সেইসঙ্গে ভারী যান চালানোর কাজের তিন বছরের অভিজ্ঞতা ও লাইসেন্স থাকতে হবে। বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। মাধ্যমিক পর্যন্ত বা তার ওপরের ক্লাস হিন্দি বা সংস্কৃত নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২৪০০ টাকা ও অন্যান্য ভাতা।

ক্যাটেগরি নম্বর ২, পদ: কন্ডাক্টর: ৯৩০ (অসংরক্ষিত ৩৩৫)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস। বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। মাধ্যমিক পর্যন্ত বা তার ওপরের ক্লাসে হিন্দি/সংস্কৃত নিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

বয়স: বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১৯০০ টাকা ও অন্যান্য ভাতা।

সবক্ষেত্রেই যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদির শর্ত পূরণ হতে হবে ২৪-৬-২০১৭ তারিখের মধ্যে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.hssc.gov.in. এর জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। আবেদন করার আগে প্রার্থীর সাক্ষরিত ফোটো, সই, জন্মতারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, আধার কার্ডের ছবি, যাঁরা আগে আবেদন করেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে আগের ই-চালানের কপি ও অন্যান্য জরুরি নথি স্ক্যান করে রাখতে হবে। অনলাইন আবেদন করার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের সময় যাবতীয় নথিপত্র দিয়ে সাবমিট করলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ২৪ জুন পর্যন্ত।

অনলাইন আবেদনের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। ইন্টারভিউয়ের সময় অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের প্রিন্টআউট, সম্প্রতি তোলা স্ট্যাম্প সাইজ ফোটো (কোনও গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত), সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ও সেগুলির প্রত্যয়িত জেরক্স কপি, সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

- naukri.com
- monster.com
- timesjobs.com
- shine.com
- placementIndia.com
- careerage.com
- jobstreet.co.in
- jobsDB.com
- jobisjob.com
- sarkarinaukricom.com

সিমেন্ট টেকনোলজির পিজি ডিপ্লোমা কোর্স

সিমেন্ট টেকনোলজির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিমেন্ট অ্যান্ড বিল্ডিং মেটেরিয়ালস। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্সটি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন দ্বারা অনুমোদিত। কোর্স শুরু আগস্ট মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০% নম্বর সহ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি টেক অথবা কেমিস্ট্রিতে এমএসসি। কোর্স ফি ৯০০০০ টাকা। স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৭০০০০ টাকা।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ncbindia.com.দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের এক কপি ফোটো সেঁটে দিতে হবে।

ফি-বাবদ আরটিজিএস বা এনইএফটির মাধ্যমে দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩০ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Head, Centre for Continuing Education Services, National Council for Cement and Building Materials, 34 KM Stone, Delhi-Mathura Road (NH-2), Ballabgarh-121004, Faridabad, Haryana, India.

বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে হলে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।